সংবাদ

তারিখ ... 09 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রানীনগরে স্কুল মাঠ দখল করে রাস্তার নির্মাণ সামগ্রী : পাঠদান ব্যাহত!

প্রতিনিধি, রানীনগর (নওগাঁ)

নওগাঁর রানীনগরে বড়গাছা ইউপি'র বড়িয়া গ্রামের বড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ও পাঠদানের কক্ষগুলো দখল করে বেশ কিছুদিন ধরে রাস্তা পাঁকা করণের কাজ করে আসছে প্রভাবশালী ঠিকাদার। এতে ওই বিদ্যালয়ের কমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এলাকার অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলা সদরের সিম্বা হতে বড়গাছা ইউপি পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা পাঁকা করণের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ রাখার জায়গা হিসাবে বড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ও লোকজনের থাকার জন্য বিদ্যালয়ের নিচতলার কক্ষগুলো দখল করে প্রভাবশালী ঠিকাদার। পাঠদান ব্যাহত হলেও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা এখনো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিদ্যালয়ের ছোট্ট মাঠে পিচ পোড়ানো ও পাথর মিশ্রনের কাজ করায় সেখানে ব্যাপক ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের উপড় তলাতেও কমলমতি শিশুদের পাঠদান খুব কষ্টসাধ্য হচ্ছে বলে বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকরা জানান।

উপড় তলায় পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত কক্ষ না থাকায় বারান্দায় পাঠদান করাতে বাধ্য হচ্ছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এমতাবস্থায় স্থানীয় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে আসা থেকে বিরত রেখেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অভিভাবকরা জানান, বিদ্যালয়ের এমন অবস্থা দেখে আমরা আমাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে যেতে দিচ্ছি না। কারণ এই কাজ করার জন্য বিদ্যালয়ে অনবরত বিষাক্ত ধোঁয়া উড়ছে যা শিশুদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আর আগুনে পড়ে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই বিদ্যালয় মাঠ পরিস্কার হলেই সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবো।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: লেবু হোসেন জানান, আমরা শিক্ষার্থীদের নিচে নামতে দিচ্ছি না। কারণ যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা বার বার নিষেধ করেছি বিদ্যালয়ের মাঠ দখল না করার জন্য। কিন্তু তারা নিষেধ মানছে না।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো: হাছিন আলী জানান, কোমলমতি শিশুদের ব্যাপক ক্ষতি হবে ভেবে আমি বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে কাজ করার অনুমতি দেইনি।

ঠিকাদার মো: আসাদুজ্জামান নুরুল জানান, মালপত্র রাখার কোন জায়গা না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিদ্যালয়ের মাঠে মালপত্র রেখে কাজ করছি। কাজতো বেশি দিন হবে না। আর মাত্র কয়েকদিন। আর কাজ তো হচ্ছে এই এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য। এতে কোন সমস্যা না হওয়ারই কথা।

উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো: মজনুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে কোন প্রকারের কাজ করা নিষেধ। আমি বিষয়টি জানি না। এখন জানলাম। আমি অতিদ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

উপজেলা প্রকৌশলী মো: শাইদুর রহমান মিঞা জানান, আসলে স্থান না পাওয়ায় ঠিকাদার ওই মাঠে কাজ করছে। তবে আমি নির্দেশ দিয়েছি বিদ্যালয়ের মাঠ ছেড়ে দেওয়ার জন্য।,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোনিয়া বিনতে তাবিব জানান, এই বিষয়ে আমার কাছে এখনো কোন লিখিত অভিযোগ আসে নাই। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।